তারিখ ১৬/৫/৭৯
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

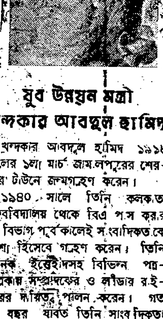

যুব উন্নয়ন মন্ত্রী
খন্দকার আবদুল হামিদ

খন্দকার আবদুল হামিদ ১৯১৮ সালের ১লা মার্চ জামালপুরের শেরপুর টাউনে জন্মগ্রহণ করেন।

১৯৪০ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাস করার পর বিভাগ পূর্বকালেই সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি দৈনিক ইত্তেহাদসহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সম্পাদকের ও লীডার রাইটারের দায়িত্ব পালন করেন। গত ৩৪ বছর যাবত তিনি সাংবাদিকতা করছেন। ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত তিনি তদানীন্তন দৈনিক মিল্লাতের সম্পাদকীয় বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৭৯ সালে তিনি দৈনিক আজাদেরও সম্পাদকমন্ডলীর চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি ময়মনসিংহের 'সাপ্তাহিক চাবুক' সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং ১৯৭৬ সালে লন্ডনে বাংলা সাপ্তাহিক 'বাংলাদেশ' বের করেছিলেন।

খন্দকার আবদুল হামিদ তদানীন্তন রেডিও পাকিস্তান ঢাকার প্রধান স্ক্রিপ্ট রাইটার ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট পরিচালনা বোর্ডেরও একজন সদস্য।

সাংবাদিকতার জন্য ১৯৭৭ সালে তিনি একুশে পদক লাভ করেন।

১৯৫৩ সালে তিনি সংসদীয় রাজনীতিতে যোগ দেন এবং ১৯৫৪ ও ১৯৬৫ সালে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৫৫ সালে তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব নিযুক্ত করা হয়, কিন্তু তিনি এ পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তিনি সাবেক পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে সরকারী কোয়ালিশন পার্লামেন্টারী পার্টির সেক্রেটারী ছিলেন।

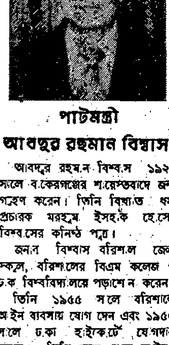

১৯৫৪ সালে জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জার আমলে ৯২-ক ধারায় তিনি রাজবন্দী হিসেবে আটক ছিলেন।

তিনি ১৯৬৮ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে পাকিস্তানী প্রতিনিধিদলের সদস্য ছিলেন। বৃটিশ সরকারের আমন্ত্রণে ১৯৭৬ সালে তিনি বৃটেন ও স্কটল্যান্ড সফর করেন।

চলতি বছরে ১৮ই ফেব্রুয়ারীর সাধারণ নির্বাচনে তিনি জামালপুর থেকে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন।

মন্ত্রী নিযুক্ত হবার আগে খন্দকার আবদুল হামিদ দৈনিক ইত্তেফাকের সিনিয়র লীডার রাইটার ও নিবন্ধকার ছিলেন। তিনি 'স্পষ্টভাষী' ছদ্মনামে জনপ্রিয় কলাম 'মঞ্চে নেপথ্যে' লিখতেন। তিনি দৈনিক আজাদে 'মর্দে মুমীন' ছদ্মনামে বিভিন্ন বিষয়ে লিখে থাকেন।

১৯৭৯ সালের ১৫ই এপ্রিল তিনি মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

পাটমন্ত্রী
আবদুর রহমান বিশ্বাস

আবদুর রহমান বিশ্বাস ১৯২৬ সালে বাকেরগঞ্জের শায়েস্তাবাদে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বিখ্যাত ধর্ম প্রচারক মরহুম ইসহাক হোসেন বিশ্বাসের কনিষ্ঠ পুত্র।

জনাব বিশ্বাস বরিশাল জেলা স্কুল, বরিশালের বিএম কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন।

তিনি ১৯৫৫ সালে বরিশালে আইন ব্যবসায় যোগ দেন এবং ১৯৫৬ সালে ঢাকা হাইকোর্টে যোগদান করেন। তিনি জেলা বারে আইনজীবী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

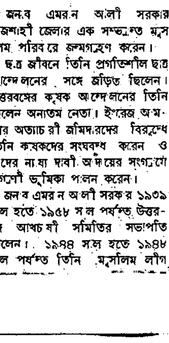

আইন পেশার পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন সামাজিক রাজনৈতিক ও শিক্ষা তৎপরতার সাথে জড়িত হন। পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে তিনি সমবায় আন্দোলনের সাথে সরাসরি যুক্ত হন এবং এরপর বরিশাল সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক ও ইসলামিয়া আরবান কো-অপারেটিভ ব্যাংক-এর চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান প্রভিন্সিয়াল ব্যাংকের ডিরেক্টর নির্বাচিত হন। তিনি শায়েস্তাবাদ হাইস্কুল, চরবাড়িয়া হাইস্কুল, কাগাসুরা হাইস্কুল, বরিশাল কলেজ, বরিশাল ল কলেজ ও সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ সহ বহু স্কুল-কলেজ স্থাপনে অংশ নেন।

আবদুর রহমান বিশ্বাস ১৯৬২ সালে ও ১৯৬৫ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত হন। তিনি তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারের সংসদ সচিব নিযুক্ত হন।

১৯৭৬ সালে তিনি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং প্রতিনিধি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, লেবানন ও সৌদী আরব সফর করেন।

মুক্তিযুদ্ধে তিনি ব্যাপক অবদান রাখেন, যা ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে স্থানীয় জনগণ স্বীকার করেন।

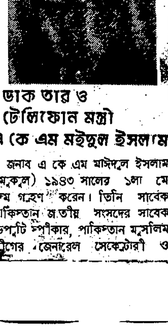

বারের কর্মকর সদস্য হিসেবে আবদুর রহমান বিশ্বাস মৌলিক অধিকার হরণ ও আইনের শাসনে বাধা সৃষ্টির যে কোনো অপচেষ্টার বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ উত্থাপন করেন। তিনি ১৯৭০ ও ১৯৭৬ সালে বরিশাল বারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। গত সংসদ নির্বাচনে তিনি বরিশাল থেকে নির্বাচিত হন।

আবদুর রহমান বিশ্বাস গত ১৫ই এপ্রিল মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন।

ত্রাণ ও পুনর্বাসনমন্ত্রী
এমরান আলী সরকার

জনাব এমরান আলী সরকার রাজশাহী জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

ছাত্র জীবনে তিনি প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। উত্তরবঙ্গের কৃষক আন্দোলনের তিনি ছিলেন অন্যতম নেতা। ইংরেজ আমলের অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে তিনি কৃষকদের সংঘবদ্ধ করেন ও তাদের ন্যায্য দাবী আদায়ের সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

জনাব এমরান আলী সরকার ১৯৩৯ সাল হতে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ আখচাষী সমিতির সভাপতি ছিলেন। ১৯৪৪ সাল হতে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত তিনি মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ড-এর রাজশাহীর সালারে জেলা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৩৯ সাল হতে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তিনি রাজশাহী জেলা মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৫০ সাল হতে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত রাজশাহী পৌরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন এবং নানাবিধ সমাজসেবা ও উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করেন। তিনি উত্তরবঙ্গের পাটচাষী সমিতির সঙ্গেও জড়িত ছিলেন।

পরে তিনি মরহুম মওলানা ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে যোগদান করেন এবং দলের রাজশাহী জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৭৬ সালের 'ফারাক্কা মিছিলের' অন্যতম সংগঠক ছিলেন। ১৯৭৭ সালে তিনি রাজশাহী পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

পরবর্তীকালে জনাব এমরান আলী সরকার জাগদলে যোগদান করেন এবং রাজশাহী জেলা কমিটির আহবায়ক মনোনীত হন। পরে তিনি রাজশাহী জেলার জাতীয়তাবাদী দলের আহবায়ক ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন। বিগত সাধারণ নির্বাচনে তিনি রাজশাহী জেলার ১১ নং নির্বাচনী এলাকা থেকে জাতীয় পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন।

ছাত্রজীবন থেকেই জনাব সরকার বিভিন্ন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি একজন খ্যাতনামা আইনজীবী।

জনাব এমরান আলী সরকার ১৫ই এপ্রিল, ১৯৭৯ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

ডাক তার ও টেলিফোন মন্ত্রী
এ কে এম মইদুল ইসলাম

জনাব এ কে এম মাঈদুল ইসলাম (মুকুল) ১৯৪৩ সালের ১লা মে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি সাবেক পাকিস্তান জাতীয় সংসদের সাবেক ডেপুটি স্পীকার, পাকিস্তান মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারী ও প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ মরহুম আবুল কাশেমের জ্যেষ্ঠ পুত্র। জনাব মাঈদুল ইসলাম (মুকুল) ছাত্রজীবনেই সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। রাজশাহী কলেজে ছাত্রাবস্থায় ১৯৬২ সালে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে তিনি কারাবরণ করেন। এই সময় তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করায় তাঁহাকে কলেজ থেকে বহিস্কার করা হয় এবং সরকার সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের সব কয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার অধ্যয়ন করা নিষিদ্ধ করেন। জনাব মাঈদুল ইসলাম ১৯৬৭ সালে করাচী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে মাস্টার ডিগ্রী লাভ করেন। করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি সাবেক পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র এসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন।

জনাব মাঈদুল ইসলাম (মুকুল) একজন বিশিষ্ট সংগঠক এবং উদারচেতা সমাজসেবীরূপে বিশেষভাবে পরিচিত। বিভিন্ন জনহিতকর কাজে বিশেষ করে কুড়িগ্রাম মহকুমার বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে তাঁর দান অপরিসীম।

প্রেসিডেন্ট জিয়ার আহবানে পুনরায় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে তিনি সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেন। তিনি অধুনালুপ্ত জাগদলের রংপুর জেলার আহবায়ক ছিলেন এবং বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য।

জনাব মাঈদুল ইসলাম একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি। তিনি বিশ্বের প্রায় সকল দেশ সফর করেছেন। জাতীয়তাবাদী দলের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে তিনি রংপুর জেলার উলিপুর থানা থেকে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

ভূমি প্রশাসন ও ভূমিসংস্কার প্রতিমন্ত্রী
আবদুল মান্নান সিকদার

জনাব আবদুল মান্নান সিকদার মাদারীপুর থানার অন্তর্গত চরগোবিন্দপুর গ্রামে এক কৃষক পরিবারে ১৯৩১ সনের ১লা মার্চ তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আলহাজ আবদুস সাত্তার সিকদার মাদারীপুরে একজন খ্যাতনামা উকিল ছিলেন।

জনাব মান্নান সিকদার ১৯৫৩ সালে বিএ (অনার্স) পাস করেন এবং ১৯৫৬ সালে এল এল বি পাস করেন। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করায় ২১শে ফেব্রুয়ারী পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। তিনি কেন্দ্রীয় কারাগারে দীর্ঘদিন আটক ছিলেন।

তিনি ১৯৬০ সালে মাদারীপুর বারে যোগদান করেন এবং ১৯৬৪ সালে মাদারীপুর বারের সহ-সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬৬ সালে তিনি মাদারীপুর এডভোকেট বারের সেক্রেটারী নির্বাচিত হন এবং ১৯৭৬ ও ১৯৭৭ সালে পর পর দুবার মাদারীপুর এডভোকেট বারের সভাপতি নির্বাচিত হন।

জনাব মান্নান সিকদার ১৯৬৩ সাল থেকে আওয়ামী লীগের সদস্য এবং দীর্ঘদিন মাদারীপুর মহকুমা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশপ্রেমিক যুবকদিগকে সংগঠিত করে সংগ্রামে যথার্থ ভূমিকা গ্রহণ করেন।

তিনি ১৯৭৮ সালে মাদারীপুর জাগদলের আহবায়ক এবং পরবর্তীকালে বিএনপির কেন্দ্রীয় আহবায়ক কমিটির সদস্য এবং মাদারীপুর জেলা বিএনপি'র আহবায়ক নির্বাচিত হন। তিনি সমবায়, শিক্ষা, রেডক্রস প্রভৃতি সমাজ সেবামূলক তৎপরতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন।

জনাব আবদুল মান্নান সিকদার ১৯৭৯ সালের ১৫ই এপ্রিল বাংলাদেশ সরকারের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

ত্রাণ ও পুনর্বাসন উপমন্ত্রী
আরিফ মঈনুদ্দীন

আরিফ মইনুদ্দীন ১৯৪৬ সালের ১লা জানুয়ারী চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মরহুম ব্যারিস্টার কে বি এম আনওয়ারুল আজিম এমএলএ ও বেগম তোফাতুন নেসা এমএলএ'র পুত্র।

বরাবর মেধাবী ছাত্র মইনুদ্দীন ১৯৭২ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এমএ ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি কাথাডার মসিডোমা থেকে আবার এমএ এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি ডিগ্রী লাভ করেন।

তিনি ১৯৭৭ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের উল্কা-যদুনাথপুর টিম গঠন করেন। তা থেকে পরে তিনি বিএনপি ছাত্র ফ্রন্ট গঠন করেন। তিনি চট্টগ্রাম ইউনিট বিএনপি যুবদল গঠন করেন।

জনাব মইনুদ্দীন চট্টগ্রাম শহর বিএনপি'র আহবায়ক এবং বিএনপি'র কেন্দ্রীয় আহবায়ক কমিটির সদস্য। তিনি লায়নস ক্লাবেরও সদস্য।

গত সংসদ নির্বাচনে আরিফ মইনুদ্দীন চট্টগ্রাম শহর থেকে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

গত ১৫ই এপ্রিল তিনি উপমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন।

স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ উপমন্ত্রী মিসেস কামরুন্নাহার জাফর

মিসেস কামরুন্নাহার জাফর ১৯৩৯ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কনজারভেটর মরহুম খান সাহেব আলহাজ রফিক আহমদের মেয়ে ও ডাঃ মরহুম এ কে এম আবু জাফরের স্ত্রী।

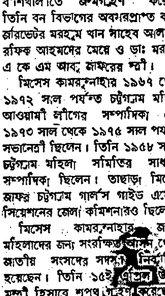

মিসেস কামরুন্নাহার ১৯৬৭ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম মহিলা আওয়ামী লীগের সম্পাদিকা এবং ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সভানেত্রী ছিলেন। তিনি ১৯৫৮ সালে চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা ছিলেন। তাছাড়া মিসেস জাফর চট্টগ্রাম গার্লস গাইড এসোসিয়েশনের জেলা কমিশনারও ছিলেন।

মিসেস কামরুন্নাহার জাফর মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন থেকে জাতীয় সংসদের সদস্যা নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি ১৫ই এপ্রিল উপমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেছেন।